

বদলে ফেলুন নিজেকে





## বদলে ফেলুন নিজেকে

মূল	: ড. মশআল ফালাহি
অনুবাদ	: সাদিক ফারহান
সম্পাদনা	: মাহমুদুল্লাহ মুহিব
বানান সমন্বয়	: মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ, মুহিবুল্লাহ মামুন
পৃষ্ঠাসজ্জা	: উজ্জ্বল আহমেদ
প্রচ্ছদ	: আখতারুজ্জামান
প্রকাশনায়	: মাকতাবাতুল হাসান

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক/সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএক আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

প্রথম প্রকাশ: ২২ জানুয়ারি ২০২২

প্রকাশনায়


মাকতাবাতুল হাসান

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

☎ ০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : স্বরবর্ণ, ৭৯/বি, ফকিরাপুল, ঢাকা, ০১৪০৭০০৭১১১

পরিবেশক: 

fb/Maktabahasan

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com

মুদ্রিত মূল্য : ১৮০/-

**Bodle Felun Nijeke**

By Dr. Mashal Falahi

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

ISBN : 978-984-8012-84-0

## ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, শ্রেষ্ঠতম নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর!

নিজেকে বদলে ফেলা বা আত্মপরিবর্তন মূলত পরিণত বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজ। এই কাজে উদ্যমী ও পরিশ্রমী ব্যক্তিরাই সফল হতে পারে। পানিও যদি নির্দিষ্ট কোনো স্থানে দীর্ঘদিন জমে থাকে, তাহলে তা পচে নষ্ট হয়ে যায়। তাই, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় শব্দ হলো, পরিশ্রমী ও সংকল্পবান। যে মানুষের চিন্তায় বৃহৎ কোনো পরিকল্পনা থাকে না, যার দেহে নতুন কিছু করার ও পরিশ্রমের গুণ অর্জিত হয় না, সে কখনো সাফল্যের পতাকা হাতে তুলতে পারে না। শ্রেষ্ঠদের কাতারে কখনোই তার জায়গা হয় না। জীবন ও প্রাপ্তির লক্ষ্যে সে কোনো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে না।

‘বদলে ফেলুন নিজেকে’ এ বইটি পরিবর্তনের নামে কেবলই সাতুনাচিন্তা নয়। বরং নিজের কর্মের প্রতি আত্মবিশ্বাস রেখে বলব, এটি নতুন কিছু নির্মাণের প্রয়াস; ইতিহাস সৃষ্টির চেষ্টা এবং অবশ্যই দুঃসাহসী ব্যক্তিদের উৎসাহিত করার আহ্বান।

এ বই আপনাকে জানাবে, পাহাড়ের পাদদেশে বসে চূড়াজয়ীদের গল্প শোনার দিন আর নেই; বিজয়ের ভয়কে জয় করে যারা সাফল্য অর্জন করেছে, তাদের কথা শুনে কেবল বিশ্বাসে বসে থাকার সময় শেষ। এখন বরং কারা ওপরে উঠল বা কীভাবে উঠল সেসব প্রশ্ন পেছনে ফেলে যাত্রা শুরু করুন। যদি হিম্মত করতে পারি, তবে রাত পোহাতেই আমরা নিজেদেরকে সর্বোচ্চ চূড়ায় আবিষ্কার করব, ইনশাআল্লাহ!



যে গ্রন্থ আপনাকে শ্রেষ্ঠত্বের গল্প শোনায় না, আপনার ভেতর জীবনে সাফল্যের চিন্তা ও তত্ত্বের নির্মাণ করে না, শূন্য আরোহণের দক্ষতা ও উপায় সম্পর্কে যে গ্রন্থ আপনাকে জানায় না, সে গ্রন্থে সময় ব্যয় করার ন্যূনতম প্রয়োজন আপনার নেই। আপনার সময় স্বর্গের চেয়েও দামি। সেটাকে এমন একটি অক্ষর পাঠেও নষ্ট করা যাবে না, যাতে বিজয়, সাফল্য ও সফল ব্যক্তিদের আলোচনা নেই।

প্রিয় পাঠক, আপনার চিন্তা ও সাহসকে মূল্যায়ন করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ বইয়ে আপনাকে পার্থিব ঠুনকো স্বার্থের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেবো না। বরং চিন্তা ও তত্ত্বের অবতারণার আমি আপনাকে নিয়ে যাব স্বপ্নের জগতে। হ্যাঁ, আমি এখানে সেই কথাগুলোই বলব, যেগুলো আমি বহুবার বহু জায়গায় বলেছি এবং বলে থাকি। একজন স্বপ্নবান লেখক হিসাবে আমি আশা করব, একদিন আপনিও আপনার সাফল্যের গল্প শোনাবেন, গৌরব অর্জনের চিন্তা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানাবেন। আপনি বলবেন সেই মহৎ কর্মের কথা, যার উদ্দীপনা আপনি এই বইয়ের শব্দ ও বাক্যের দ্যোতনা থেকে গ্রহণ করেছেন; যা কেবল লেখকের সময় নয়, বরং তার সাফল্যের প্রাপ্তি হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রত্যেক পাঠক, লেখক, দায়িত্ববান, সফল ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয়ের বিস্তারিত রূপরেখা, বাস্তবায়নের উপায় ও সে ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের গল্প আপনার অনুধাবনে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজে আত্মনিয়োগ করবেন না।

—ড. মশাহাল ফালাহি

সৌদি আরব



## টুকরো কথা

চলার পথে মুহূর্তের জন্য থমকে যাওয়া মানে,  
হাজার কদম পিছিয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা  
বলেন,

'তোমাদের যার খুশি সামনে এগিয়ে যাক, নতুবা  
সে পিছিয়ে পড়বে।'

[সূরা মুদাসসির : ৩৭]



## বদলে ফেলার বী অর্থ?

আমরা এ বইয়ে মূলত বদলে ফেলা বা পরিবর্তনের কথা আলোচনা করব। আর আমাদের আলোচ্য পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিপরিবর্তন। ব্যক্তির নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলা। বর্তমান জীবন থেকে নিজেকে কাজিফত জীবনে ফিরিয়ে আনা। নেতিবাচক ভাবনা, সংকল্প, কর্ম ও অভ্যাসকে ইতিবাচক ভাবনা, সংকল্প ও কাজে পরিবর্তন করে ফেলা। বর্তমান জীবন থেকে আরও সুন্দর ও সফল জীবনে নিজেকে বদলে নেওয়া।

নিজেকে বদলে ফেলা মানে আসমানি নির্দেশনা নয়; এমন প্রতিটি চিন্তা, সংকল্প ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা। একে একধরনের স্বাধীনতা হিসাবে গণ্য করা যায়; আর নিজেকে বদলে ফেলার সংকল্পই কর্মতৎপর ব্যক্তির জীবনে এই স্বাধীনতার স্বাদ এনে দেয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেকে বদলে ফেলা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। এখানে অন্য কারও ইচ্ছার প্রয়োজন নেই। আপনি নিজেই স্বৈচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, নিজেই হতে পারেন নতুন ইতিহাসের রচয়িতা।

নিজেকে বদলে ফেলা মানে অন্য কোনো ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি ও আবহমান জাহেলিয়াতের চাপিয়ে দেওয়া সব রকম দাসত্ব ও আনুগত্যের গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলা। নিজের অধিকারে নিজেকে অন্যের স্বার্থসিদ্ধির শেকল থেকে ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়ে আবিষ্কার করা। পাশাপাশি এটা সম্মান, গৌরব ও চিন্তাগত স্বাধীনতাও বটে। তা ছাড়া আসমানি আবহে নিজেকে গঠনের এ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তির অস্তিত্বহিত শক্তি ও সম্ভাবনা কখনো এটা মেনে নিতে পারে না যে, সে এমন কোনো কথা বা কাজের সাথে নিজেকে জড়াবে, যা তার বাস্তব জীবনে কোনো উপকারে আসবে না।





নিজেকে বদলে ফেলার সংকল্প মূলত এমন এক শক্তির নাম, যা ব্যক্তি নিজের সংকল্প, দৃঢ়তা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের মানসিকতায় নির্ভর করে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস থেকে গ্রহণ করে। একইসাথে তাকে যাপিত জীবনের সকল সংশয়ের বিরুদ্ধে একধরনের যুদ্ধও বলা চলে। তা ছাড়া চলমান জীবনে জমে থাকা চিন্তা ও অনুভবের দরোজায় এ যেন এক শক্ত জবাব। নিজেকে বদলে ফেলার চিন্তা মূলত ব্যক্তির সাহসিকতারই প্রমাণ। জীবনজুড়ে জড়িয়ে থাকা ও বন্দিত্বের অন্ধকার থেকে স্বাধীনতার শূন্য জগতে ফিরে আসার এ এক যুগান্তকারী প্রয়াস।

নিজেকে বদলে ফেলা মানে নিজের নতুন পরিচয় তৈরি হওয়া। এ যেন নতুন জীবন এবং উপভোগ্য বিজয়যাত্রা। নিজেকে বদলানোর সংকল্প ব্যক্তির শিরায় শিরায় ছড়িয়ে দেয় এক আশ্চর্য অনুভব। নিজেকে ভেঙেচুরে নতুন কিছু গড়ার এক অদৃশ্য আগুন জ্বেলে দেয় তার ভেতর। এ চেতনা ও জাগরণ তাকে নিয়ে যায় কর্মমুখর এক জগতের দিকে। যেখানে সে সকল বাধা মোকাবিলা করে জীবনকে নতুনভাবে উপভোগ করতে পারে।

নিজেকে বদলে ফেলা মানে কেবল অন্যের অনুসরণ না করে প্রতিযোগিতার মরদানে নেমে আসা। পেছনের কাতারে থেকে তৃপ্তির হাসি না হেসে, বসে থাকার বাসনা থেকে কর্ম, সাফল্য ও ইতিবাচক জীবনের দিকে ফিরে আসা। নিজেকে বদলে ফেলার সংকল্প মানে, ব্যক্তির ভেতর নিহিত সম্ভাবনা, ইতিহাস তৈরির শক্তি ও নিজেকে একজন বিপ্লবী বীর হিসাবে গড়ে তোলার সামর্থ্যকে স্ব-জায়গায় যথাযথ চিন্তা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারার উদ্ধত প্রয়াস; যাতে অদূর ভবিষ্যতে হাতের মুঠোয় তুলে আনা যায় নিজের সর্বোচ্চ কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের ফসল।





# প্রথম অধ্যায়

## প্রথমত হতে হবে 'সচেতন'

- সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেতন
- নিজের প্রতি সচেতন
- সময়ের প্রতি সচেতন
- সুযোগের প্রতি সচেতন
- চর্চা ও অনুশীলনের গুরুত্বের প্রতি সচেতন
- বাস্তবতা অনুধাবনের প্রতি হতে হবে সচেতন
- চিন্তা ও কর্মের গতি নির্ধারণে সচেতন
- কাজে উদ্যোগী হওয়ার প্রতি সচেতন
- নিজের জ্ঞানবিশ্বাসের ব্যাপারে সচেতন
- আদর্শ গ্রহণে সচেতন
- বন্ধু নির্বাচনে সচেতন
- ধীরস্থিরতার নীতি সম্পর্কে সচেতন
- কাজে উৎসাহ ধরে রাখার ব্যাপারে সচেতন

## সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেতন

একজন পরিবর্তনকারী মানুষের জন্য যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পথচলার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সচেতনতা বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে ব্যক্তি নিজের জীবনে সত্যিকারার্থেই পরিবর্তন আনতে চায়, যে চায় তার ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা আসুক, তার উচিত প্রথমে নিজের সবকিছুতে সতর্কতা অবলম্বন করা। তবে বাস্তবতা হলো, কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তি পুরোপুরি সফল কখনোই হতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা মানুষের নিজের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই তাকে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও মহান এক উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সচেতন করেছেন, যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই মূলত মানবজাতির এ পৃথিবীতে আগমন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। [সুরা যারিয়াত : ৫৬]

এ বিষয়টির প্রতি সচেতন হলেই বান্দার সবকিছু সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। পূর্ণতা পাবে তার আকাঙ্ক্ষাগুলো। মানুষের সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ-বিরোধের দেখা মেলে, তা মূলত এই মহান উদ্দেশ্য থেকে তার বিচ্যুত হওয়ার ফলাফল। এই মৌলিক উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তার উদাসীনতাই সমাজের সার্বিক অস্থিতিশীলতার মূল কারণ।

পাশাপাশি ইসলাম এ বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এখানে যে ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করছেন, তা কেবল সেই



ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যা শুধু মসজিদে গিয়ে আদায় করা হয়। তবে হ্যাঁ, মসজিদে গিয়ে যেসব ইবাদত করা হয়—যেমন নামাজ, জিকির ইত্যাদি—এগুলোর গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক। অবশ্যই এসবের প্রতি আমাদের যত্নবান হতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলোই একমাত্র ইবাদত নয়; বরং যে ইবাদতের জন্য পৃথিবীতে মানুষের আগমন, তা হলো এই যে, মানুষ তার জীবনে নিজেকে একজন সৎ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে এই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চর্চা করবে। আমল হোক বা ইলম, স্বভাবজাত চরিত্র হোক বা অন্যের সাথে আচরণের যাবতীয় ক্ষেত্র, সবখানে তার ইবাদতের ছাপ লেগে থাকবে। তার কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনা—কোনো কিছুই ইবাদত থেকে আলাদা থাকবে না। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ইবাদত এমন এক মর্মসর্বস্ব শব্দের নাম, যা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে সকল কথা ও কাজকে বোঝায়, যা আল্লাহ তাআলো ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন।

[শারহ রিনাশাতিল উবুদিয়াহ লি-ইবনি তাইমিয়া রহ., ১/১৪]

ইবাদতের মতো গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারা, নিঃসন্দেহে একটি বুদ্ধিমানের কাজ। এ অনুধাবন ব্যক্তিকে এমন বহু বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেবে, যাতে হারিয়ে গেছে সহস্র মানুষ। পাশাপাশি নিজের মধ্যে আল্লাহর দাসত্বের অনুভব না হলে, বান্দা নিজের আত্মগঠন ও জীবন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কখনোই সফল হতে পারবে না, যে ব্যাপারে আমরা এ বইটিতে আলোচনা করতে চাইছি। বরং ইবাদতের স্বচ্ছ ধারণা ব্যতীত নিজেকে বদলানোর চিন্তা বান্দার জন্য নিরর্থক এক কাজ এবং বহন-অযোগ্য ভারী বোঝা হিসাবেই দেখা দেবে।

আপনি জীবনে মহত্ব কিছু করার উদ্দেশ্যে ও পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্মপঠন ও নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য যা-কিছু ব্যয় করবেন, তাও ইবাদত বনে পণ্য হবে। উভয় জগতে এগুনোও আল্লাহ তাআলার মনুষ্টি অর্জনের চেষ্টা হিসাবে বিবেচিত হবে।





## নিজের প্রতি সচেতন

নিজেকে বদলে ফেলার ক্ষেত্রে আরও যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, নিজের ব্যাপারে শতভাগ সচেতন থাকা। আপনার শক্তি ও সামর্থ্যের নিষ্ক্রিতে, নিজেকে পরিমাপ করে ফেলা; কতটা আপনার যোগ্যতা এবং কোথায় কতখানি আপনার দুর্বলতা। কেননা, নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, শক্তি ও সম্ভাবনার অনুমান না করে, কারও জন্যই জীবনের বাস্তবতা পরিবর্তন বা নিজেকে বদলে ফেলা সম্ভব নয়। পাশাপাশি যে কেবল শক্তির ধার জানে, কিন্তু জানে না কোথায় সে কতটা দুর্বল, সেও নিজেকে পরিবর্তন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে সফলতার নাগাল পাবে না কখনোই।

তেমনই আপনার ইতিবাচক স্বভাব ও শক্তির ব্যাপারে আপনাকেই জানতে হবে, যা আপনার ভবিষ্যৎ নির্মাণের যাত্রায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। আপনাকে জানতে হবে নিজের ভেতর থাকা নেতিবাচক বিষয়গুলোর ব্যাপারেও, যেগুলো আপনার স্বপ্ন পূরণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেকেই আছে যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে চায়, তাদের বর্তমানকে সফল ভবিষ্যতে বদলে ফেলার স্বপ্ন দেখে। এমনকি সে লক্ষ্যে চেষ্টাও শুরু করে, কিন্তু তারা নিজেদেরই অনুকূল ও প্রতিকূলতা সম্পর্কে জানে না; সমাজ ও পরিস্থিতির বিচার করবে তো পরের কথা। যদি তাদের কাউকে আপনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি নিজের ব্যাপারে কতটা জানেন? তাহলে তারা সে প্রশ্নেরই যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারবে না, অন্য আরও শত বিষয়ের ব্যাপারে নাই-বা বললাম।

তাই, বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো, নিজের কাছে অস্তত নিজের বাস্তবতার ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখা। আমি নিজে কতটা দক্ষ, আমার শক্তি কতটুকু, কী এমন আছে আমার মধ্যে, যা আর ১০ জনের ভেতর নেই? অলাহ তাআলা কীসব প্রাপ্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতা আমাকে দিয়েছেন,



আমাদের উচিত, প্রথমে সেসবের যথার্থ অনুধাবন করা।

অনেক মানুষই এমন আছে, আল্লাহ তাআলা যাদের ভেতর রেখেছেন বহু সুপ্ত প্রতিভা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সম্ভাবনা; কিন্তু তারা সে ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়ায়, সেগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার লাভ করতে পারেনি। বিপরীতে এমনও বহু মানুষ আমাদের সমাজে আছে, যাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রতিভা সীমিত, কিন্তু অবিরাম পরিশ্রমে সহজ ও সাধারণ সে প্রাণ্ডিগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে গড়েছে এবং জীবনে সফল ও সমর্থ ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তাই, আমাদের সচেতন হতে হবে নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে। আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য কতটুকু, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কতটা প্রতিভা ও দক্ষতা আমাদের দেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে। কী ধরনের সমস্যা আমরা বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করছি, আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামনে কোন বিষয়গুলো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে, তা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। কী ধরনের দুর্বলতা আমাদের সামনে এসেছে এবং সেসবের সংরক্ষণ ও সংস্কারের ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়েও আমাদেরকে থাকতে হবে সদা সচেতন।

নিজেকে বদমাতে হলে আগে নিজেকে ভালোভাবে চিনতে হবে। কারণ, নিজের ব্যাপারে ব্যক্তির জ্ঞানশোনা যত বাড়বে, চিন্তা ও কাজের মাকন্দ্যও তার তত বাড়তে থাকবে। সুতরাং নিজের শক্তি ও দুর্বলতা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভাবের ব্যাপারে যা জানেন, এখনই তা নেটি করে কেন্দ্রনা এ চারটি বিষয়ের যথাযথ উত্তর যদি আপনি নিজের কাছে উপস্থিত রাখতে পারেন, তাহলে ধরে নিই, সামনের জীবনের জন্য আপনি যে মন্ব্য হির করেছেন, তা বাস্তবায়নে আপনি মঠিক পথেই আছেন।



## একটি গল্প শুনুন

একবার এক যুবক মাছ শিকারের জন্য সমুদ্রযাত্রায় বের হলো। শিকারের চেষ্টায় সাগরে দীর্ঘ সময় কেটে গেল তার, কিন্তু জালে কোনো মাছ আটকা পড়ল না। অনেক পরিশ্রমের পর হঠাৎ সমুদ্রের সবচেয়ে মূল্যবান বিখাল আকৃতির একটি মাছ তার জালে উঠল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে, মাছটিকে সে পুনরায় সমুদ্রে ছেড়ে দিলো। পাশে থাকা আরেক জেলে কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এমনটা কেন করলে? তখন ওই যুবক বলল, এত বড় মাছ রাখার পাত্র আমার কাছে নেই। এজন্য মাছটি ছেড়ে দিয়েছি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সমস্যাগুলো এ গল্পের মতোই। আমরা নিজেদের ক্ষমতা, দক্ষতা ও সম্ভাবনাকে মূল্যায়ন করতে জানি না। আমরা অনেক দামি জিনিসও এড়িয়ে যাই, এই সংখ্যে পড়ে যে, আমরা সেটার যোগ্য মানিক হতে পারব না।

